যায়যায়দিন

তারিখ 12 MAY 2012 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ঢাবি শিক্ষকের অপহরণ নাটক!

মতিউর তানিফ

রহস্যজনক নিখোঁজের ৩৮ ঘণ্টা পর খোঁজ মেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. নূর উদ্দিন আলোকে নিয়ে নানা গুজব শুরু হয়েছে। বুধবার দুপুর ১টার দিকে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থানায় হাজির হন তিনি। এ সময় থানার কর্তব্যরত পুলিশকে তিনি বলেন, তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। কৌশলে তিনি পালিয়ে এসেছেন। তবে ড. আলোর হঠাৎ এ নিখোঁজকে অপহরণ মানতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তাদের ধারণা নিজের বিরুদ্ধে স্ত্রীর দায়ের করা মামলা ও তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে পক্ষে পাওয়ার

শিক্ষকের : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ঢাবি শিক্ষক নূর উদ্দিন আলো —ফাইল ছবি

শিক্ষকের : ঢাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন্যই তিনি এ নাটক সাজিয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, গত সোমবার রাত ১০টা-৩৫ মিনিটে এনামুল হক ইমু নামের এক শিক্ষার্থীর মোবাইলে মেসেজ পাঠান আলো। সেখানে লেখা ছিল ওরা আমাকে কিডন্যাপ করে বন্দি করে রেখেছে। প্লিজ ডু সামথিং ফর মি।' এরপর থেকে তার মোবাইল নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায়। ইমু সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ও পুলিশ প্রশাসনকে জানান। রাতভর তার সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। মঙ্গলবার টঙ্গী ও শাহবাগ থানায় দুটি পৃথক জিডি করেন ইমু। এরপরই তার সন্ধানে বিভিন্ন অভিযানে নামেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, মোবাইল ট্র্যাকিং করে দেখা যায় ইমুকে আলো মেসেজ দিয়েছেন তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী থেকে। রাতে তিনি আবার মোবাইল অন করে মেসেজ দেন বিভাগের আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে। এরপর ডিবির টিম তার মোবাইল ট্র্যাকিং করে জানতে পারেন তিনি চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছেন। সকালে তার ব্যবহৃত মোবাইলটি ডাইভার্ট করে রাখা হয় অন্য একটি নাম্বারের সঙ্গে। সকাল ৯টার পর তার মোবাইল বিভিন্ন সময় ওয়েটিং ও খোলা ছিল। দুপুর ১টার দিকে ড. আলো খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা থানায় একাকী গিয়ে জানান, তিনি অপহৃত হয়েছিলেন।

দীঘিনালা থানার এসআই এহতেশাম জানান, নূরউদ্দিন আলো নামের একটি লোক একাকী থানায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তার পরিচয়পত্র দেখে জানতে পারেন তিনি ঢাবির শিক্ষক। বর্তমানে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ। তাকে দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি অপহরণের ঘটনায় ঢাবির অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এমরান হোসাইনের নাম বলেছেন। তবে অভিযুক্ত শিক্ষকরা তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তারা বলেন, তারা তো ক্যাম্পাসেই। এ ধরনের ঘটনার কথা বুধবার জানতে পারেন। ড. এমরান বলেন, আলো তার সরাসরি ছাত্র। সে তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আনতে পারে, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে শুনেছিলেন, আলো মানসিকভাবে অসুস্থ।

শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম জানান, আলো মানসিকভাবে অসুস্থ ঠিকই। তাকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. এ এম আমজাদ বলেন, ড. আলো মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তিনিও শুনেছেন। তিনি অপহৃত হয়েছেন কিনা এখনো তা নিশ্চিত নয়।

আলোর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ : ড. আলো নিজেকে সবসময় নারী বিরোধী বলে পরিচয় দেন। ক্লাসরুম থেকে শুরু করে সব জায়গায় তিনি নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বিরোধী। কোনো মেয়ে তার রুমের সামনে গেলে ক্লাসরুমে সবার সামনে তিনি তাকে অপমান করেন। কখনো কখনো ক্লাস থেকে বের করেও দেন। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থী হওয়ার পরও তিনি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মারধর এমনকি কানে ধরিয়ে ওঠবস করান সামান্য কারণে। তার কথা না শুনলে ক্লাসে বসেই গালাগাল করেন। অনেক মেয়েকে তাদের বয়ফ্রেন্ডের নাম ধরে অপমান করেন যাচ্ছেতাইভাবে। এ ধরনের শত অভিযোগ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তবে নিজেকে নারীবিরোধী বলে পরিচয় দিলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে নিজের বউকে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের। ডা. নুরনাহার ভূএর ডায়না ড. আলোকে স্বামী দাবি করে নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে মানবাধিকার কমিশনের কাছে আবেদন করেছেন। গত ১০ মার্চ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর তিনি এ অভিযোগ দেন। অভিযোগপত্রে ডা. ডায়না বলেন, ২০০৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ১০ লাখ টাকা কাবিন ধার্য করে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক তাদের বিয়ে হয়। বিয়েতে আলোর বাবা মা উপস্থিত ছিলেন না। আলো সেখানে যুক্তি দেখান তার বাবা অনেক লোভী। তারা যৌতুক ছাড়া বিয়ে করতে দেবেন না। বিয়ের পর বেরিয়ে আসে আলোর আসল রূপ। যৌতুকের জন্য শুরু করেন নির্যাতন। ডায়নার পৈতৃক সম্পত্তি তার নামে লিখে দেয়ার জন্যও নির্যাতন চালানো হয়।

গত ২৪ মার্চ ডা. ডায়না স্বামীর নির্যাতনের প্রতিকার ও সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি আলোর সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এরপর দিনই ড. আলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, ডা. ডায়নার পরিবার পেশাদারী পতিতাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। ডায়না নিজেও পতিতাবৃত্তি করেন। ডায়নার সঙ্গে তার কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। বিয়ে দূরে থাক, কখনো তিনি কথাও বলেননি। তাকে ব্লাকমেইল করার জন্য তারা বিবাহের নাটক সাজিয়েছে। তিনি আরো দাবি করেন ডায়নার সঙ্গে বাকিন নামের এক ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। তবে ডায়না জানান, বাকিন তার মামা। ডা. ডায়না ও ড. আলো উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। ডায়না নারী নির্যাতনের অভিযোগে আলোর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের খুলশি থানায় মামলা করেন। সেই মামলায় আলোর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করা হয়। ড. আলো সেই মামলায় হাইকোর্ট থেকে কিছুদিন আগে জামিন নিয়েছেন। অপরদিকে ড. আলো ডায়নার বিরুদ্ধে ৩০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শাহবাগ থানায় মামলা করেছেন। ড. আলো তাতে দাবি করেছেন, ডায়না ও তার আত্মীয়রা তার ৩০ লাখ টাকা মেরে নিয়েছেন। এদিকে ডায়নার ভাই ডেভিড ও মামা বাকিনকে মামলার মীমাংসার কথা বলে শাহবাগ থানায় এনে মারধর করেন ড. আলো। এ সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনায়ও মামলা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আলো তার পক্ষে মিছিল করার জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে হুমকি ও পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ পেয়েছেন। তবে আলোর বিয়ের বিষয়টি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে তিনি মন্তব্য করেন।